দু'দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, টাকা নেই এটিএম-এ, ফিরতে হল গ্রাহকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জেরে হুগলির আরামবাগ জুড়ে দিনভর নাজেহাল হতে হল গ্রাহকদের। এক ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে, এক এটিএম থেকে অন্য এটিএম-এ ছুটে গিয়েও সমস্যার সমাধান হল না। মিলল না প্রয়োজনীয় টাকাও। একমাত্র একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের এটিএম-এ যদিও বা টাকা মিলছিল তবুও তা পর্যাপ্ত নয় বলে গ্রাহকরা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, দুদিন ব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনিয়ন ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন। এই ধর্মঘট বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন চলবে। এমনকি এটিএমগুলিতেও টাকা মিলবে না বলে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেক গ্রাহকই তাই এব্যাপারে সতর্ক হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের দিকে বেশিরভাগ মানুষই এই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ফলে এদিন তাঁদেরকে টাকা তুলতে বা জমা দিতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরতে হয়। আরামবাগের সালেপুরের বাসিন্দা শুভেন্দু চক্রবর্তী, পুঁইন গ্রামের বাসিন্দা সেখ সাহাবার আলি, তিরোল গ্রামের বাসিন্দা সেখ নূরে জামাল, বাতানল গ্রামের বাসিন্দা অনিমেষ দত্তরা এদিন আরামবাগ স্টেটব্যাঙ্কে টাকা তুলতে এসেছিলেন। ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় এটিএম কাউন্টারে ঢুকেছিলেন। কিন্তু সেখানে লেখা ছিল 'আউট অফ সার্ভিস'। অন্যদিকে আরামবাগ পৌর এলাকার বাসিন্দা সেখ সরিফুল ইসলাম ব্যাঙ্কের টাকা তুলতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরতে বাধ্য হন। এটিএম-এও মেলেনি টাকা। এদিন সকাল থেকে আরামবাগ শহরে দু-একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের এটিএম ছাড়া সমস্ত এটিএম-ই বন্ধ ছিল। যেগুলি খোলা ছিল সেখানে কোথাও টাকা ছিল না, আবার কোথাও আউট অব সার্ভিস। এদিন ব্যাঙ্কগুলিতেও কোনও কাজ হয়নি। যদিও আরামবাগ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজ চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। ফলে গ্রাহকদেরকে ভোগান্তির মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। এবিষয়ে তৃণমূলপন্থী হুগলি জেলার আই এন টি ইউ সির কোর কমিটির সদস্য সেখ নিয়াজুল (খোকন) বলেন, আরামবাগ শহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গিয়ে আমরা ব্যাঙ্ক খুলে রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বেশিরভাগ ব্যাঙ্কই এদিন পরিষেবা চালু রেখেছিল। আমাদের দলের নীতি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থ জড়িত আছে এমন কোনও কিছু বনধ করা যাবে না।

হাতির হানায় মৃতের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হাতির হানায় মৃত এক পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিল হাওড়া বনবিভাগ। বুধবার হুগলির গোঘাটে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে মৃতের স্ত্রীর হাতে ওই আর্থিক সাহায্য তুলে দেন আরামবাগ ফরেস্ট রেঞ্জার নির্মলকুমার মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, তৃণমূলের গোঘাট ১নং ব্লক সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, গোঘাট ২নং ব্লকের তৃণমূল নেতা আতাউল হক, আরামবাগের তৃণমূল নেতা কমল কুশারী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এবছরের ৮ মার্চ রাতে গোঘাট ২নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে এক বুনো হাতি তাণ্ডব চালিয়েছিল। সেই রাতভর তাণ্ডবে মৃত্যু হয়েছিল বহরাশোল গ্রামের জহিরুদ্দিন খানের। জহিরুদ্দিন পেশায় দিনমজুর। তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন সন্তানসম্ভবা। এছাড়াও তাঁদের এক মেয়ে আছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যা থেকেই জহিরুদ্দিন মাঠে আলু তোলার কাজ করছিলেন। তখন ওই বুনো হাতি নিয়ে ওই এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। এক গ্রামের মানুষের তাড়া খেয়ে অন্য গ্রামে সে ঢুকে পড়ছিল। ওই সময় মাঠে থাকা জহিরুদ্দিন ওই হাতির সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। হাতিটি তাঁকে আছড়ে মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরে পরিবারের লোক তাঁর কোনও খোঁজ না পেলে মাঠে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী মিহিরজান খান প্রশাসনের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জহিরুদ্দিনের পরিবারকে আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। তারমধ্যে এদিন ১ লক্ষ টাকার চেক মিহিরজানের হাতে তুলে দেন নির্মলবাবু। নির্মলবাবু বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উনি মোট আড়াই লক্ষ টাকা পাবেন। এই এক লক্ষ টাকার চেক ব্যাঙ্কে পৌঁছে যাওয়ার পর বাকি টাকার চেকও ওনাকে দেওয়া হবে। এছাড়াও এদিন ওই হাতির হানায় অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, সেদিনের ঘটনায় নবকুমার ঘোষ, অর্চনা কোলেসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাঁদের পশু বা ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে তাঁরাও যাতে ক্ষতিপূরণ পান সেব্যাপারে প্রশাসন থতিয়ে দেখছে। এবিষয়ে গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী উনি ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। ওনার পরিবারের প্রতি দলের পক্ষ থেকেও আমরা সবসময় পাশে রয়েছি। তবে এদিন ক্ষতিপূরণ নিতে এসে মিহিরজান বলেন, শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণে হয়তো সাময়িক কিছু উপকার হবে। তবে প্রশাসন বা বিধায়ক যদি আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে দুই বাচ্চাকে মানুষ করতে সুবিধা হত।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে ভোগান্তি তারকেশ্বরবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের জের আছড়ে পড়ল হুগলির তারকেশ্বরে। বুধবার সকাল থেকেই বন্ধ ছিল এটিএম। এছাড়াও তারকেশ্বর শহরে রয়েছে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক। কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বেতনবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের ডাকে দুদিনব্যাপী ব্যাঙ্ক ও এটিএম ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এই বন্ধে সামিল হয়েছে আরও ১০টা নাগাদ তারকেশ্বর স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে ইউনিয়নের লোকেরা জড়ো হয়ে ধর্মঘটের সামিল হন। তাঁরা দাবি করেন যেভাবে সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে অপব্যবহার করছে তার ফলে গ্রাহকরা সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আগে যেখানে ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত কর্মী ছিলেন সেখানে ধীরে ধীরে লোক কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে অত্যাধুনিক মেশিন বসানো হচ্ছে। যা আগামী দিনে যুব সমাজকে কর্মহীন করে তুলবে। অন্যদিকে এই ধর্মঘটের ফলে রাজ্যের প্রায় ২১ হাজার এটিএমের ফাঁপ বন্ধ আছে বলে ধর্মঘটী ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে। সরকারি ব্যাঙ্কের প্রায় ৯ হাজার শাখা বন্ধ আছে। তবে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মধ্যে দিয়ে নেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু আছে। অনেকেই ধর্মঘটের সময়ে সেই সুবিধা নিয়েই কাজ সারছেন।

মহিলা ছিচকে চোর ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ গ্রামে গ্রামে মাঝেই শোনা যেত আজ আমার এটা, কাল ওর ওটা চুরি যাচ্ছে। কিন্তু করছে কে? এলাকাতে তো তেমন ছিচকে চোর নেই। তাহলে জিনিসগুলো যাচ্ছে কোথায়? অবশেষে বুধবার সকালে হুগলির তারকেশ্বরের রামনগরের মাইতিবাড়ির ঘটিবাটি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল মহিলা চোর। ওই গ্রামের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য তন্ময় মাইতির বাড়িতে চুরি করছিল সে। জানা গেছে, মাঝে মধ্যে রাস্তার ধার বরাবর কিছু মানুষ এসে বসবাস শুরু করে। বিভিন্ন বেশ ধরে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। ফাঁকা পেলেই করে হাত সাফাই। তারাই ঘটিয়ে চলেছে এই ঘটনা। মাইতি বাড়ির একটা ঘর থেকে পিতল কলসি, বাটি, গ্লাস নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে পুজা বেদ নামে ওই মহিলা চোর। তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তন্ময় মাইতি। পরে তারকেশ্বর থানায় খবর দিলে পুলিশ পৌঁছে পুজা বেদকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির বিরুদ্ধে আদালতে অনিল বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ ভোডাফোন ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে হুগলির চুঁচুড়া ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা করলেন সিপিএমের বহিষ্কৃত প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু। এবিষয়ে অনিলবাবু জানান, তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করেছে ভোডাফোন কোম্পানী। তাঁরা দাবি, তিনি ও তাঁর স্ত্রী সবিতাদেবী দীর্ঘদিন ধরে ভোডাফোনের পোস্টপেড গ্রাহক ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের নামে গত দুই তিন মাস ধরে তাঁর স্ত্রীর মোবাইল ফোনের বিল লাগাম ছাড়া ভাবে বেড়েই চলেছিল। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী এক মাসের বিল দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছে থেকে দু'বার বিলের টাকা নেওয়া হয়। সেই টাকা তিনি আজও ফেরত পাননি। পাশাপাশি ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের নাম করে এই কোম্পানি তাঁর স্ত্রীর মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকদের বিশেষ করে মহিলা গ্রাহকদের প্রতারণা করে কয়েকশো কোটি টাকা লুঠ করেছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। অনিলবাবু আরও জানান, প্রতিযোগিতার বাজারে টেলিকম সংস্থাগুলির টারিফের হার কমালেও ভোডাফোন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসের নামে প্রতারণার এই নতুন কৌশল বেছে নিয়েছে। এমনকি তিনি আরও একটি মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন এই টেলিকম সংস্থার বিরুদ্ধে। সেটি হল সিমকার্ড ট্রান্সফারের জন্য তিনি তাঁর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ডকে তাঁদের যে টাকা দেন সেই টাকা ভোডাফোন ইন্ডিয়া কোম্পানির বদলে ভোডাফোন ইস্ট কোম্পানি নামে একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তাঁর মতে, এটাও একধরনের প্রতারণা। পাশাপাশি তিনি জানান, তাঁর স্ত্রীর মোবাইলের প্রিপেইড সিমকার্ডটি অ্যাক্টিভেট হলেও তাঁর নিজের সিম কার্ডটি এখনও পর্যন্ত অ্যাক্টিভেট হয়নি। এর ফলে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ব্যাঙ্ক ও স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর যেহেতু ব্যাঙ্ক ও স্টক এক্সচেঞ্জে তাঁর এই মোবাইল নাম্বারটি রেজিস্টার করা রয়েছে তাই তিনি প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। কেবলমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জেই তাঁর ৩৬ লক্ষ টাকা লগ্নি রয়েছে, আর ফোন চালু না হওয়ায় লেন দেন সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এর জেরে তিনি অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনও ছিলেন। তাই অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের দাবিতে তিনি ক্রেতাসুরক্ষা আদালতে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছেন ভোডাফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে। এছাড়াও তিনি খুব শীঘ্রই ভোডাফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি জনস্বার্থ মামলা করতে চলেছেন। তাঁর দাবি,এই টাকার মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র সরকারের এবং বাকি অর্ধেক অর্থাৎ ৫ হাজার কোটি টাকা রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা পড়বে।

শিল্পগুরুর রাজমুকুটে এক নতুন পালক

শিল্পগুরুকে সংবর্ধিত করছেন কবি জয় গোস্বামী। মঞ্চে উপস্থিত আছেন দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেন এবং নাট্যকার মনোজ মিত্র।

বিভাগুপ্ত দত্ত, আরামবাগ

তিনি আমাকে প্রায়ই একটা প্রশ্ন করেন 'বলো তো, আমাকে সব জায়গাতে সভাপতি করা হয় কেন?' আমি স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিই আপনার মতো এত গুণী, শ্রদ্ধেয়, বহুপ্রতিভাসম্পন্ন মানুষ এ তল্লাটে আর আছে নাকি? আপনি হলেন আমাদের সবার 'প্রথম পছন্দ'। তিনি তাঁর পরিচিত হাসির ঢঙে বলেন, 'তা নয় গো, আসলে আমি ব্যক্তিগত জীবনে কারও পতি হইনি তো, সেই জন্যই আমাকে সব জায়গাতেই সভাপতি হতে হয়। আমি সবার পতি নই। কিন্তু আমি সভার পতি।' এই হলেন আমাদের রসিক শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা। ৮৬ বছর বয়সেও যাঁর রসের সাগর একেবারে টইটম্বুর।

দীর্ঘজীবন জুড়ে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। নানা অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। বাংলার প্রায় সর্বত্র তিনি সম্মানিত - সংবর্ধিত হয়েছেন বারে বারে। নজরুলের জন্মদিনে তেমনই এক নতুন সম্মানে সম্মানিত হলেন তিনি। গত ২৬ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ) শনিবার বিদ্রোহী কবির জন্মদিনে কলকাতার নিউটাউনের 'নজরুল তীর্থ'-এ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর তাঁকে 'বিনোদবিহারী স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিত করল। উল্লেখ্য, হরিপ্রসাদবাবু যখন পাঁচের দশকে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্র ছিলেন তখন দৃষ্টিহীন প্রবাদপ্রতিম চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু।

যাঁরা আজীবন স্বার্থহীনভাবে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সাধনা করেছেন তাঁদের প্রতি সরকারের এই সম্মাননা। এটা প্রাপকদের সারাজীবনের স্বীকৃতি(Lifetime achievement)। সেদিন হরিপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষকেও জীবনকৃতির পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন, প্রবাদপ্রতিম নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র, গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী, লেখক পথিক গুহ, যাত্রাজগতের কিংবদন্তির অভিনেতা অশোক কুমারসহ আরও কয়েকজন বিশ্যাত গুণী ব্যক্তিত্ব। মঞ্চে কবি জয় গোস্বামী ছাড়াও ছিলেন দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেন, প্রবীণ নজরুল গবেষক বীথন সেনগুপ্ত। কবি জয় গোস্বামীই হরিপ্রসাদবাবুর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। মানপত্র, স্মারক, উত্তরীয়, মিষ্টি ছাড়াও ২৫ হাজার টাকার চেক। হরিপ্রসাদবাবু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নিজের আসন ছেড়ে উপস্থিত সবার সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। তাঁর শিশুসুলভ সারল্যমাখা আন্তরিকতায় সবাই মুগ্ধ হয়ে যান।

আরামবাগের শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। সহজ-সরল ভাষায় অনেক কঠিন গণ্যকে সহজ করে লিখেছেন সবধরনের পাঠকদের জন্য। অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। নিজের হাতে গড়েছেন অনেক সংস্থা। দীর্ঘদিন আরামবাগ সাহিত্য ও শিল্প পরিষদে তিনি ছিলেন সভাপতি ও সম্পাদক। তবুও সব অভিধাকে ছাপিয়ে তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি চিত্রশিল্পী। তিনি আরামবাগের শিল্পগুরু। অর্ধশতক আগে আরামবাগের কালীপুরে ছাত্রদের রঙ-তুলি ব্যবহার করতে শেখাতে শুরু করেন তিনি। আজও সেই ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন চিরনবীন ৮৬ বছরের অক্লান্ত শিল্পগুরু। তিনি জন্যই সেদিন তাঁর ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে নজরুল তীর্থে উপস্থিত ছিলেন তাঁর তিন শিষ্য পরিচিত চিত্রকর তাপস কোনার ও রণজিৎ হীরা এবং সাংবাদিক-গল্পকার অশোক কুণ্ডু। তাঁর এই কৃতিত্বকে খুব শীঘ্রই আরামবাগ পৌরসভা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আরামবাগ সাহিত্য ও শিল্প পরিষদ যৌথভাবে সম্মান জানাতে চলেছে, তার প্রস্তুতিও তুঙ্গে।

তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থীর নাম মুছে লেখা হল 'বিজেপি'

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থীর নাম মুছে দিয়ে বিজেপির নাম দেওয়াল লিখন ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার রামনগর পঞ্চায়েতের টাগরা গ্রামে। বুধবার সকালে স্থানীয় মানুষ দেখতে পান ১৭২ এবং ১৭৩নং বুথের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী সামসের আলি মীর-এর নাম মুছে দিয়ে তার নিচে 'বিজেপি' লেখা আছে। পাশে থাকা তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে দিয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল বিজেপিকেই দায়ী করেছে। যদিও এব্যাপারে বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাঁদের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের। তারা নিজেরাই এই কাণ্ড ঘটিয়ে বিজেপিকে দোষী করতে চাইছে।

তেলেনিপাড়ায় নবনির্মিত জেটি পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়া ঘাট থেকে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর ঘাটে যাতায়াতের জন্য ফেরী চলাচল বন্ধ ছিল। ২০১৭র ২৬ এপ্রিলে জোয়ারের জলে কাঠের জেটি ভেঙে গিয়ে গঙ্গায় বহু মানুষ তলিয়ে যান। জেটি দুর্ঘটনায় ২১জন মারা যান। তারপর থেকেই তেলেনিপাড়া জেটি থেকে ফেরি করে গঙ্গা পারপার বন্ধ হয়ে যায়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পরই প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পাকা জেটি তৈরির কাজ শুরু করে দেয়। সম্প্রতি জেটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুধবার পরিবহন দফতরের আধিকারিক, এডিএম(জি) প্রদীপ আচার্য্য, চন্দননগর মহকুমা শাসক সানা আখতার ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী নতুন জেটি পরিদর্শন করেন। প্রলয় চক্রবর্তী জানান, আগামী ৭ জুন এই নবনির্মিত জেটির উদ্বোধন হবে। জেটিটির উদ্বোধন করবেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।